ছাত্রলীগের দ্বন্দ্বে ঢাবির জহুরুল হক হলের ওয়াই-ফাই সংযোগ বিচ্ছিন্ন

মানজুর হোছাইন মাহি

ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল শাখা ছাত্রলীগের দ্বন্দ্বের কারণে ৯ দিন ধরে ওয়াইফাই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে পুরো হলে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন হলে অবস্থানরত দুই হাজার শিক্ষার্থী। বিএনপি-জামায়াতের চলমান অবরোধের কারণে অনেক ক্লাস অনলাইনে হলেও অনেক শিক্ষার্থী ওয়াই-ফাই সংযোগ না

থাকায় ক্লাসে যোগ দিতে পারছেন না।

হলের শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি হল শাখার কমিটি ঘোষণার পরপরই হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি কামাল উদ্দিন রানা সে সময় হলে ওয়াই-ফাই সার্ভিস দেওয়া প্রতিষ্ঠান কেএস নেটওয়ার্ক লিমিটেডকে হল থেকে বের করে দেন।

তখন কামাল উদ্দিন রানা উনিফাইড কোর লিমিটেডকে (ইউসিএল) হলে ওয়াই-ফাই সার্ভিসের ব্যবসার জন্য নিয়ে আসেন। কিন্তু প্রথম থেকেই ইউসিএল বাজে সার্ভিস দিচ্ছিল। তবু কামাল উদ্দিন রানার হস্তক্ষেপের কারণে এই প্রতিষ্ঠান হলে ওয়াই-ফাই সার্ভিস দিয়ে যায়।

পরে গত অক্টোবর মাসে বর্তমান হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক পদপ্রত্যাশী নেতারা একসাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে এই ইউসিএলকে বাদ দিয়ে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত জানান।

এ নিয়ে হল সংসদের ফেসবুক গ্রুপে তারা নোটিশ আকারে সব জানিয়ে দেন। সেখানে উল্লেখ করা হয়, অক্টোবর ৩১ তারিখ পর্যন্ত ইউসিএল হলে ওয়াই-ফাই সার্ভিস দেবে। ১ নভেম্বর থেকে নতুন বিজনেস নেটওয়ার্ক লিমিটেড ওয়াই-ফাই সার্ভিস দেবে। কিন্তু তখনই আবার হল শাখা সভাপতি কামাল উদ্দিন রানা আবারও ইউসিএল বহাল থাকবে—এমন সিদ্ধান্ত হল সংসদের ফেসবুক গ্রুপে জানান এবং ইউসিএলকেও তাদের ব্যবসা হলে চালু থাকবে—এমন আশ্বাস দেন।

এ কারণে হল শাখা সভাপতির সাথে হল শাখা পদপ্রত্যাশীদের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। পরে গত ২৪ অক্টোবর হল পদপ্রত্যাশীরা নতুন একটি প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে এলে ইউসিএল হলে ওয়াই-ফাই সার্ভিস দেওয়া বন্ধ করে দেয়। ২৪ অক্টোবর থেকে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত হলে ওয়াই-ফাই সার্ভিস নেই অধিকাংশ রুমে। নতুন প্ল্যানেট ওয়েব নামে ইন্টারনেট সার্ভিস ওয়াই-ফাই সংযোগ দিতে হলে ফাইবার লাগানো শুরু করলে এখনো হলের টিনশেড ও বর্ধিত ভবনে ফাইবারও লাগাতে পারেনি।

হলের শিক্ষার্থীরা জানান, মূলত কামাল উদ্দিন রানার ইউসিএলকে রেখে দেওয়ার আশ্বাস ও পদপ্রত্যাশীদের নতুন সংযোগ নিয়ে আসা নিয়ে তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের জন্য ভুগতে হচ্ছে এখন হলের সাধারণ শিক্ষার্থীদের।

আর এই ওয়াই-ফাই সার্ভিসের
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের
কোনো সংযোগ না থাকায়
শিক্ষার্থীরা একপ্রকার অসহায়
অবস্থায় আছে। আমরা
অক্টোবরের পুরো মাসের বিল
দিয়েছিলাম ইউসিএলকে। তার
পরও তারা সার্ভিস না দিয়ে চলে
যায়। এটা হলের ছাত্রলীগের
নেতাদের জন্য। ছাত্রলীগের এই
একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের কারণে,
নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে
ভুগতে হচ্ছে হলের সাধারণ
শিক্ষার্থীদের। এ জন্য হলের এই
ওয়াই-ফাই সার্ভিসকে হল
প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে আনার কথাও
বলেন তারা।

বিল নিয়েও পুরো মাসের সার্ভিস না
দেওয়ার বিষয়ে ইউসিএলের
দায়িত্বে থাকা মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর
রহমান হল শাখা ছাত্রলীগের
সাবেক সভাপতি ইউসুফ উদ্দিন
খান বলেন, ‘আমাকে
কোনো নোটিশ বা কিছু না দিয়ে

আমার ফাইবারের ওপর অন্য একটি ফাইবার নিয়ে এসেছে পদপ্রত্যাশীরা। আমাকে একপ্রকার অপমান করে আমার সার্ভিসকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ জন্য ২৪ তারিখ থেকে আমরা সার্ভিস দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।'

পদপ্রত্যাশী ও সাংগঠনিক সম্পাদক রনক আহাম্মেদ শাওন বলেন, 'তাদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল তাদের সংযোগ ভালো না বলে বিচ্ছিন্ন করা হবে। তারপর তারা হুট করে সার্ভিস ভালো দেওয়া শুরু করে। কিন্তু সব পদপ্রত্যাশীর সিদ্ধান্তে তাদের জায়গায় নতুন সংযোগ নিয়ে আসা হয়। কিন্তু তারা বিল নিয়েও সার্ভিস না দিয়ে চলে যায়।'

বর্তমান সংযোগের ওয়াই-ফাই সার্ভিস দিতে এত দেরি হওয়ার বিষয়ে পদপ্রত্যাশী ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইমাম হোসেন জাহিদ বলেন, 'তাদের সংযোগ দিতে এত দেরি হওয়া ও শিক্ষার্থীদের

ভোগান্তির জন্য আমরা লজ্জিত। তারা আমাদের জানিয়েছে আজ অথবা কালের মধ্যে সংযোগ দিয়ে দেবে।'

এ বিষয়ে হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দিন রানা বলেন, 'ইউসিএলকে যখন বের করে দেওয়া হবে এমন সিদ্ধান্ত হয় তখন তারা ভালো সার্ভিস দেবে—এমন আশ্বাস দিয়ে সুযোগ চায়। আমি সেটা দিই। কিন্তু সেটা সব পদপ্রত্যাশীকে জানানো হয়নি। এই ভুল-বোঝাবোঝির জন্য এখন এই সমস্যা। সবার ভোগান্তি হচ্ছে আমরা জানি। আশা করি বৃহস্পতিবারের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।'

সার্বিক বিষয়ে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রহিম বলেন, 'ওয়াই-ফাই সংযোগ নিয়ে আসলে হল প্রশাসন যুক্ত না থাকায় এখানে আমাদের কিছু

করার নেই। তবু আমি সবার সাথে কথা বলে এটি সমাধানের চেষ্টা করব।’